দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 15 MAR 2007
পৃষ্ঠা ২ কলাম ...

মাদ্রাসায় ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগ আদেশ শিথিল করায় জমিয়াতুল মোদার্রেছীন নেতৃবৃন্দের অভিনন্দন

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের মাদ্রাসাসমূহে বাধ্যতামূলকভাবে ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের আদেশ শিথিল করে সরকারী সিদ্ধান্ত জারি করায় সরকারের প্রতি অভিনন্দন জানিয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষকদের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন। জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি [illegible] এএমএম বাহাউদ্দীন, ১১-এর পৃঃ ৪-এর কঃ

জমিয়াতুল মোদার্রেছীন নেতৃবৃন্দের অভিনন্দন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সিনিয়র সহ-সভাপতি মাওলানা রুহুল আমিন খান, মহাসচিব মাওলানা শাব্বির আহমদ মোমতাজী প্রমুখ নেতা সরকারের এই আদেশকে অত্যন্ত ন্যায়ানুগ, বাস্তবোচিত ও কল্যাণকর আখ্যায়িত করে অভিনন্দন বার্তায় বলেন, এর দ্বারা মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে বিরাজিত অচলাবস্থা ও মাদ্রাসা শিক্ষা সংকোচনের দুরভিসন্ধির অবসান ঘটবে এবং এর উন্নয়নের নবদিগন্ত উন্মোচিত হবে। নেতৃবৃন্দ বলেন, মাদ্রাসাসমূহে বাধ্যতামূলক ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগ এবং এই কোটা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ নিষিদ্ধ করার দ্বারা কার্যত মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রই হয়েছিল। এতে শিক্ষক নিয়োগে সৃষ্টি হয় চরম সংকট। শরীয়তের বিধিনিষেধ, সামাজিক পরিস্থিতি, মহিলা শিক্ষকের দুষ্প্রাপ্যতা ইত্যাদি কারণে এই অন্যায় আদেশ মাদ্রাসা শিক্ষার ক্রমবিকাশ ও উন্নয়নের পথে সৃষ্টি করে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা। দেশের পীর মাশায়েখ, হক্কানী ওলামায়েকেরামসহ মাদ্রাসা শিক্ষকদের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের পক্ষ থেকে বিগত জোট সরকারের কাছে এই আদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানানো হতে থাকে অব্যাহতভাবে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা সংকোচনে জামায়াতে ইসলামীর দুরভিসন্ধি ও তার দোসর তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ওসমান ফারুকের ষড়যন্ত্রের কারণে এই দাবী বাস্তবায়িত হওয়া দূরের কথা, বরং তা আরো কঠোর থেকে কঠোরতর করা হয়। ফলে সৃষ্টি হয় দারুণ শিক্ষক সংকট। মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি হয় শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায়। সংকুচিত হয়ে আসতে থাকে মাদ্রাসা শিক্ষার অগ্রগতির ধারা। এই প্রেক্ষাপটে ২০০৫ সালের ৫ মার্চ ও ২০০৬ সালের ৩ অক্টোবরে জারিকৃত বাধ্যতামূলকভাবে ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত [illegible] ২টি বাতিল করে মাদ্রাসা শিক্ষক নিয়োগের আদেশ শিথিল করে বর্তমান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে গত ৪ মার্চ ২০০৭ যে আদেশটি জারি করা হয়েছে তা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও আশাব্যঞ্জক। নেতৃবৃন্দ বলেন, এর দ্বারা একদিকে যেমন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অচলাবস্থার অবসান ঘটবে, অপরদিকে তেমনি দেশের পীর মাশায়েখ, ওলামায়েকেরাম ও ইসলামী জনতার গভীর আস্থা সৃষ্টি হবে বর্তমান সরকারের প্রতি।

জমিয়াত নেতৃবৃন্দ তাদের অভিনন্দন বার্তায় বর্তমান সরকারের কাছে এই দেশে পীর মাশায়েখ, ওলামায়েকেরাম, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন তথা মাদ্রাসা শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের প্রাণের দাবী এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আকুল আবেদন পেশ করেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, একটি এফিলিয়েটিং ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী প্রায় শত বছরের। বিগত সরকারসমূহ এজন্য বারবার ওয়াদা করেও তা বাস্তবায়নে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বরং মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার মাঝে বিলীন করে দেয়ার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বিগত জোট সরকার। নেতৃবৃন্দ বলেন, সৎ, দক্ষ, চরিত্রবান, দেশপ্রেমিক, আদর্শ মানুষ সৃষ্টিতে মাদ্রাসা শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তাই মাদ্রাসা শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে এর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা এবং তার আওতায় দেশে ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহকে এফিলিয়েশন দেয়া অপরিহার্য। এটা দেশের ইসলামী জনতার প্রাণের দাবী। জমিয়াত নেতৃবৃন্দ আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এ দাবী বাস্তবায়ন করে বর্তমান সরকার এ দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

খেলাফত আন্দোলন

মাদ্রাসায় ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগ বাধ্যতামূলক আইন শিথিল করায় বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের মহাসচিব মাওলানা জাফরুল্লাহ খান ও মাওলানা মজিবুর রহমান হামিদী এক বিবৃতিতে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান ও [illegible] উপদেষ্টাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের আদেশ শিথিল করার বিষয়টি বাস্তবসম্মত। কারণ ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের আদেশ জারি করায় মাদ্রাসায় শিক্ষক সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। নেতৃদ্বয় বলেন, মহিলা শিক্ষক নিয়োগের আদেশ শিথিল করায় মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষক সঙ্কট নিরসন হবে এবং মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় গতিশীলতা ফিরে আসবে। নেতৃদ্বয় বলেন, বিগত সরকারের শেষ দিকে ফাজিল, কামিল মাদ্রাসাগুলোর সকল প্রশাসনিক কাজ কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করায় মাদ্রাসা পরিচালনার কাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তারা দেশে ১৪শ' মাদ্রাসার প্রশাসনিক সঙ্কট নিরসনের লক্ষ্যে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে পূর্বের ন্যায় বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সকল প্রশাসনিক কাজ সম্পন্ন করার ধারা চালু করার জোর দাবী জানান কাছেমাবাদ পীর। কাছেমাবাদ ঢাকা মহানগর খানকা শরীফের পীর আল্লামা শাহ সূফী আ ফ ম অহিদ এবং পরিচালনা কমিটির সভাপতি প্রিন্সিপাল মাওলানা গাজী শামসুল হক, সহ-সভাপতি আলহাজ মেজর (অবঃ) মহসিন শিকদার, সহ-সভাপতি পীরজাদা খন্দকার আব্দুল্লাহ আল ফুয়াদ ও মহাসচিব অধ্যাপক মাওলানা এ কে এম নুরুল ইসলাম এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, মাদ্রাসায় ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের আদেশ শিথিল করে সরকার বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের আদেশ জারি করে বিএনপি-জামায়াত সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। নেতৃবৃন্দ দেশের মাদ্রাসাগুলোর প্রশাসনিক সঙ্কট নিরসনের লক্ষ্যে অবিলম্বে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে পূর্বের ন্যায় বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রশাসনিক কাজ সম্পন্ন করার সুযোগ দেয়ার দাবী জানান। সচেতন যুব ফোরামের মহাসচিব আমির হোসেন ও বাতিল প্রতিরোধ পরিষদের সভাপতি হাজী হাসান উদ্দিন বকুল ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের আদেশ শিথিল করায় সরকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। এতে মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগত মান বাড়বে।